বিশ্বব্যাংক
তথ্যপত্র

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ উদ্যোগ

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সুদীর্ঘ অতীত রয়েছে। সরকারের প্রতিটি প্রশাসনিক স্তরে স্থানীয় সরকারের প্রচলিত এই ব্যবস্থা দেশের সংবিধান স্বীকৃতও। তদুপরি দীর্ঘ ইতিহাস থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যবস্থায় রয়ে গেছে নানা দুর্বলতা। বিশেষতঃ গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দুর্বলতা অনেক বেশি। স্বাধীণতার এত বছর পরেও এদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী না হওয়ার অন্যতম কারন, এখানে সরকার পরিচালনা ও রাষ্ট্রীয় সেবা সুবিধাদি সরবরাহ ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করে রাখা হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) কথা চিন্তা করলে দেখা যায়, এসব প্রতিষ্ঠানের সীমিত হারে রাজস্ব আয়ের ক্ষমতা থাকায় সম্পদের পরিমাণও সীমিত। আবার জেলা বা উপজেলা প্রশাসন এদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নের জন্য কি পরিমান অর্থ বরাদ্দ করবে কিংবা কিভাবে সেটা ব্যবহৃত হবে-সে বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রতিফলন ঘটানোর ক্ষমতাও ইউপির নেই।

স্থানীয় পর্যায়ে সেবা সুবিধার অগ্রাধিকার নিরুপণে নাগরিকদের অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতা থাকায় সেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা থাকে না। যা সমাজে মৌলিক সেবা পরিচালন ব্যয়ও অত্যধিক হওয়ার অন্যতম কারন। এ অবস্থায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণকে বড় করে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পত্রে (পিআরএসপি) এ বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বসহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এরই আলোকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় 'থোক বরাদ্দ' রাখা এরমধ্যে অন্যতম। এই সুবিধায় ইউনিয়ন পরিষদ ২ লাখ টাকা সরাসরি মঞ্জুরি পেতে পারে। যদিও এটা খুব বেশি নয়। তথাপি স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আরো কিছু ভাল পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন-স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়া সংশোধণ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মানোন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম নিরুপন প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন।

বাংলাদেশে দায়িত্বশীল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা দিন দিন বাড়ছে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল রয়েছে। এই জনসচেতনতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক নতুন নতুন পন্থার সন্ধান করছে যে, কিভাবে বাংলাদেশে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। এরমধ্যে পরীক্ষামূলক কিছু পদক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হলোঃ

১) <u>সিরাজগঞ্জ স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্প ও অন্যান্য পাইলট প্রকল্প</u>

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার 'থোক মঞ্জুরি'র আওতায় সিরাজগঞ্জে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা সিরাজগঞ্জ স্থানীয় সরকার সহায়তা প্রকল্প হিসাবে পরিচিত। এর আওতায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতার পাশাপাশি দারুণ কিছু শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছে।

সিরাজগঞ্জে ইউনিয়ন পরিষদগুলো জনগণের অংশগ্রহণে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের বাজেট প্রণয়ন করছে। ইউনিয়ন পরিষদ প্রাপ্ত তহবিল সম্পর্কে স্থানীয় নাগরিকদের অবহিত করে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড গ্রহণে তাদের পরামর্শ আহ্বান করে। সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ, নিজস্ব রাজস্ব আয় এবং ব্যয়ের খতিয়ান দেয়া থাকে ইউনিয়ন পরিষদের বিলবোর্ডে। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্যও মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। জনগণের মধ্য থেকে গঠন করা হয় ওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি (ডব্লিউডিসি)। সেবা সুবিধা সরবরাহে সমন্বয় ও অগ্রাধিকার নিরুপণে গঠন করা হয় ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটি। ডব্লিউডিসির তিনটি আসন সংরক্ষিত রাখা হয় নারী সদস্যদের জন্য এবং তহবিলের ৩০ শতাংশ নারীদের মনোনীত কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়। এটা করা হয় মূলতঃ এই প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য।

উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে দক্ষতাসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার যথাযথ ভূমিকা থাকাও বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাদের নির্বাচকমন্ডলীর কাছে জবাবদিহি করতে হতে পারে।সিরাজগঞ্জের এই সতর্কতা ভিত্তিক উন্নয়ন ব্যয় অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, স্থানীয় জনগণের চাওয়া কিংবা সিদ্ধান্তেও ভাল কিছু হতে পারে। এমন অনেক উদাহরণ এখানে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন-একটি গ্রামে প্রধান সড়কের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের জন্য একটি সংযোগ সড়কের দাবি ছিল এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের। যাতে গ্রামের মানুষের যাতায়াত সহজতর হয়। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে তা বাস্তবায়ন হয়নি। উপরন্তু গ্রামটি বর্ষার সময়ে প্রধান সড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। ফলে গ্রামে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী কম দামে বিক্রি করতে হয়। অন্যদিকে যোগাযোগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে বেশি দামে অন্যান্য সামগ্রী কিনতে হয়। শুধু তাই নয়-একটি রাস্তার অভাবে স্কুলে আসা যাওয়া এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া দুস্কর হয়ে পড়ে। এখানে রাস্তার নির্মানের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তার সংস্থান করা গণপূর্ত বিভাগের জন্য খুব কঠিন ব্যাপার ছিল না। অবশেষে প্রায় ৪০ বছর যাবত ভোগান্তির পর এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাস্তা নির্মাণের ফলে এখন সুবিধা ভোগ করছে গ্রামবাসী।

সিরাজগঞ্জ প্রকল্প এবং অন্যান্য প্রকল্প থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছে। তবে এখন পাইলট প্রকল্পের সময় নয়, এই অভিজ্ঞতা নিয়ে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা আরো বাড়ানোটাই এখন বেশি প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংক এই কার্যক্রমে সহায়তা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নীতি পরামর্শক কর্মকান্ড ছাড়াও বিশ্বব্যাংক ইউনিয়ন পরিষদের সম্পদের পরিমান বাড়াতে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে।

২) **কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পরবর্তী পদক্ষেপ**

ইতিপূর্বে সংগঠিত সংস্কার সত্ত্বেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিক সংস্কারের মাধ্যমেই অগ্রসর হবে। এখন অতি গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যেমন-সরকারের সর্বনিম্ন স্তরটির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন ঘটানো বেশি প্রয়োজন। কেননা, এই জনগণই স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে থোক বরাদ্দের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় নিশ্চিত করা দরকার। পাশাপাশি জনগণের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদ কিংবা পৌরসভার নিয়মিত মতবিনিময় করতে হবে। এখানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে কিছু বিকল্প প্রস্তাব তুলে ধরা হলোঃ

ক) থোক মঞ্জুরির মাধ্যমে শর্তহীন সম্পদের পরিমান বাড়ানো যেতে পারে। যা হবে বাস্তবসম্মত এবং স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য এটি সহজ উপায়। এছাড়া, স্থানীয়ভাবে রাজস্ব সংগ্রহের (কর, বিভিন্ন ফি ও চার্জ) ক্ষেত্রেও একটি সুবিন্যস্ত থোক বরাদ্দ পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এতে থোক মঞ্জুরির মাধ্যমে উপকারভোগী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতাও বাড়বে। থোক অনুদান এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংগৃহিত রাজস্বের মধ্যে ফলাফলভিত্তিক সংযোগ হবে প্রধান কাম্য।

খ) স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা বাড়াতে সহায়ক বাড়তি পদক্ষেপঃ

স্থানীয় পর্যায়ে থোক মঞ্জুরির মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে জবাবদিহিতা থাকা দরকার। এজন্যে বাড়তি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণও জরুরী। যা উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরামর্শ তথা অগ্রাধিকার নির্বাচনে সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও তদারকি এবং মূল্যায়ন করতে সহায়ক হবে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের মনিটরিং জোরদারের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। সময়োচিত সহায়তা প্রদানেও কেন্দ্রীয় সরকারের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন আবশ্যক। সর্বোপরি স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণে দরকারী নীতির সমন্বয় সাধন করতে হবে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে পৃথক একটি কর্মসূচী চুড়ান্ত করতে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক তিনটি বিষয়ে একমত হয়েছে। যেমনঃ

- স্থানীয় সরকারের ওপর বর্তায় এমন কার্যক্রম পর্যালোচনা। যা স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হবে।
- থোক মঞ্জুরি বাড়ানোর জন্য এ ধরণের তহবিল ব্যয়ের অভিজ্ঞতার দ্রুত মূল্যায়ন করা।
- বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ক্রয় প্রণালী সংশোধন করা। এরমধ্যে বাজেট, ক্রয়, নীরিক্ষা হিসাব প্রভৃতি থাকবে এবং যা নিশ্চিত করবে যে, সম্পদের কার্যকর, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবহার হয়েছে।

October 2005

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগঃ
রেহনুমা আমিন
ফোন ৮৮০ ২ ৮১৫৯০১৫/৪১৩৬
ইমেইলঃ ramin1@worldbank.org
বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে আরো কিছু জানতে হলে ওয়েব সাইট দেখুনঃ
www.worldbank.org.bd , www.worldbank.org